ভোরের কাগজ

৪৩

তারিখ 07 NOV 1998
পৃষ্ঠা কলাম

ভোরের কাগজ

পলাশবাড়ী কলেজের ২০ শিক্ষক-কর্মচারী জ্যেষ্ঠতা অর্জনের ক্ষেত্রে বৈষম্যের শিকার

গাইবান্ধা প্রতিনিধি : চাকরিতে আত্মীকরণে বৈষম্যের কারণে গত ১০ বছর ধরে গাইবান্ধার পলাশবাড়ী সরকারি কলেজের ২০ জন শিক্ষক-কর্মচারী জ্যেষ্ঠ্যতা অর্জন ও আর্থিক সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়ে আসছেন।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, ১৯৮৮ সালে পলাশবাড়ী কলেজকে সরকারিকরণ করা হয়। কিন্তু সরকার ঘোষিত ১৯৮১ সালের আত্মীকরণ নীতিমালা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট সকল কলেজের কর্মরত শিক্ষক-কর্মচারীকে জাতীয়করণের তারিখ থেকে আত্মীকরণের সুস্পষ্ট নিয়ম থাকলেও পলাশবাড়ী সরকারি কলেজের ২০ জন নিয়মিত শিক্ষক-কর্মচারীর ক্ষেত্রে তা কার্যকর হয়নি। যদিও তারা সরকারিকরণের অনেক আগে থেকে এই কলেজে বিভিন্ন পদে চাকরিতে নিয়োজিত রয়েছেন।

জাতীয়করণের পর কর্মরত সকল শিক্ষক-কর্মচারীকে আত্মীকরণের উদ্দেশে চাকরির পদ সৃষ্টি ও নিয়োগ দানের সুস্পষ্ট নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় দুই পার্যায়ে দুই ধরনের বৈষম্যমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। প্রথম পর্যায়ে ১৯৯২ সালে নিয়োগকৃত ৪৮ জনকে জাতীয়করণের তারিখ থেকেই আত্মীকরণের সিদ্ধান্ত কার্যকর হয়।

দ্বিতীয় পর্যায়ে নিয়োগকৃত ২০ জনকে জাতীয়করণের তারিখ ১২ মার্চ '৮৮র পরিবর্তে চাকরিতে পদ সৃষ্টির তারিখ ১ মার্চ '৯৪ আত্মীকরণে সিদ্ধান্ত কার্যকর হয়। যা বিধিবহির্ভূত।

পরে এই শিক্ষক-কর্মচারীরা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে একটি আপত্তি পেশ করেন। তখন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বিষয়টি নিষ্পত্তির জন্য আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয়ে পাঠান। আইন মন্ত্রণালয় শিক্ষক-কর্মচারীদের চাকরির পদ সৃষ্টির কার্যকারিতা জাতীয়করণের তারিখ থেকেই বহাল রাখার সুপারিশ করে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় এই সুপারিশ সমর্থন করে বিষয়টি সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করে।

কিন্তু সংস্থাপন মন্ত্রণালয় কোনো প্রকার আইনগত ত্রুটি ছাড়াই আপত্তিটি সরাসরি নাকচ করে দেয়। ফলে ২০ জন শিক্ষক-কর্মচারী বঞ্চিত হন চাকরিতে জ্যেষ্ঠতা অর্জন ও আর্থিক সুবিধা থেকে।